দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 5 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১-২ কলাম ... ৪ ......

ভিসির দাবীতে শিক্ষক সমিতির লাগাতার কর্মবিরতি

গভীর সংকটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

হুমকির মুখে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

ইবি থেকে আলতাফ হোসেন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অচলাবস্থা। ভিসি প্রক্টর না থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে একাডেমিক-প্রশাসনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা দপ্তরের সকল কার্যক্রম। চরম নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছে পুরো ক্যাম্পাসবাসী এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ভিসি নিয়োগের দাবীতে নানা কর্মসূচী পালন করেও ভিসি না পাওয়ায় অবশেষে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছে শিক্ষক সমিতি। গত ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৫ জানুয়ারী শিক্ষা সচিবের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেন ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক। এর আগে ৩ জানুয়ারী পদত্যাগ করেন প্রক্টর প্রফেসর ডঃ এ কে এম মতিনুর রহমান। এতে অভিভাবক ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাস। ৮ ও ২ ক ৪

গভীর সংকটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের মাঝে বিরাজ করছে আতংক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে ভিসির অনুপস্থিতিতে ভিসি অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে শত শত ফাইলের স্তূপ জমা হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৩ মাস একাডেমিক কাউন্সিলের কোন বৈঠক হয়নি। মূলতঃ ভিসি না থাকায় একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হচ্ছে না। একাডেমিক কাউন্সিলে পাশ হয় বিভিন্ন বিভাগের সিলেবাস, পরীক্ষা কমিটি, একাডেমিক প্যানেল, এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রী, অর্ডিন্যান্স তৈরিসহ যাবতীয় সব ধরনের সুপারিশ। অন্যদিকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা হচ্ছে না। দীর্ঘতর হচ্ছে বিভাগগুলোর সেশনজট।

এ অবস্থায় একদিকে যেমন ক্ষতি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অন্যদিকে হুমকির মুখে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ১৪'শ ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা। একইভাবে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে মাদ্রাসা একাডেমিক কাউন্সিলের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে এ সংক্রান্ত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ কাউন্সিলে নির্ধারণ করে মাদ্রাসাগুলোর পরীক্ষা কমিটি, একাডেমিক প্যানেল এবং মাদ্রাসা সংক্রান্ত সব সুপারিশ। বর্তমানে ভিসি না থাকার কারণে এসব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়া ভিসির অনুপস্থিতিতে কামিল পরীক্ষার কেন্দ্র তালিকা নির্ধারণ হচ্ছে না। গত বছর ৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম ফাজিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার ফল প্রকাশিত হলেও এখন পর্যন্ত মার্কশীট ও সার্টিফিকেট হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা। ফলে ৩'শ বছরের ফাজিল (বিশেষ) পরীক্ষা দিয়েও ডিগ্রী মান পাওয়া শিক্ষার্থীরা কাগজপত্র না পাওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তি ও চাকরির জন্য ব্যবহার হচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলীর সাথে কথা বললে তিনি জানান, মার্কশীট ও সার্টিফিকেট, কামিলের কেন্দ্র নির্ধারনের ক্ষেত্রে ভিসির অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া মাদ্রাসাগুলোতে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে সেশনজট। ফাজিল ০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ পরীক্ষা হলেও ০৭-০৮ ও ০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের দুটি ব্যাচ রয়েছে। যাদের প্রথমবর্ষ পরীক্ষা হয়নি। কামিলে ০৭-০৮ এবং ০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে দুটি ব্যাচ রয়েছে। একটি সূত্রে জানা যায়, কামিল পরীক্ষার খাতা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজগুলো কর্ণফুলি পেপার মিল থেকে নেওয়া হয়। এ বাবদ ৩১ লাখ টাকার টেন্ডার পড়ে আছে। ভিসি না থাকায় এটি অনুমোদন করা হচ্ছে না। এখান থেকে কাগজ আনার পর ১২ লাখ খাতা তৈরি করা হবে। যার মধ্যে মাদ্রাসা দপ্তর ৬ লাখ এবং বাকিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের। খাতাগুলো তৈরি এবং ফাজিল-কামিল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কম পক্ষে ৩ মাস সময় লাগবে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে কর্ণফুলি পেপার মিল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন পর্যন্ত কোন কাগজ সরবরাহ করেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আগামী কামিল (মাস্টার্স) পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোর একাডেমিক কমিটি নবায়ণ, মঞ্জুরি, গভর্নিংবডি গঠন, মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক নিয়োগে প্রতিনিধি মনোনয়ন হচ্ছে না। নবায়ণ ও মঞ্জুরি না হওয়ার কারণে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা পড়েছেন চরম বেকায়দায়। ইতোমধ্যে শতাধিক মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। আরো অনেক মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হওয়ার পথে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা দপ্তরে। অচল অবস্থা দেখে ফিরে যাচ্ছেন সবাই। মূলত ভিসি না থাকার কারণেই নবায়ণ ও মঞ্জুরির সব ফাইল পড়ে আছে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফসল হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়া হয় বিগত সরকারের আমলে। মান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শুরুতেই দুই বছরের সেশনজটের কবলে পড়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। ফলে দেশের ১৪শত ফাজিল এবং কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে চলেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০টি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের প্রায় ২৫টির মতো রেজাল্ট আটকে আছে। যেগুলো ভিসির অনুমোদনের অপেক্ষায়। এ রেজাল্ট আটকে থাকার কারণে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষ। ফলে ঐসব বিভাগগুলোতে সেশনজট ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০টি বিভাগের মধ্যে হাতেগোনা দু'একটি বিভাগ ছাড়া সবকটি বিভাগে বিরাজ করছে এক থেকে দুই বছরের সেশন জট। অধিকন্তু প্রথম বর্ষেই রয়েছে তিনটি ব্যাচ এমনও বিভাগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন বিভাগের সমাপনী বর্ষের রেজাল্ট আটকে থাকায় অনেক শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েও কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারছে না বলে অভিযোগ আসছে প্রতিনিয়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকার উপরে যে কোন অনুমোদনের জন্য ভিসির অনুমোদন লাগে। সে হিসেবে গত তিন মাস যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসগুলোতে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাচ্ছে না প্রয়োজনীয় অর্থ। ফলে বড় ধরনের ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবহন সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গাড়ীগুলোর জন্য জ্বালানি ও লুব্রিকেন্টস চুক্তি ভিত্তিতে নেয়া হয় এবং ৩ মাস পরপর টাকা পরিশোধ করা হয়। গত দু'মাস টাকা পরিশোধ না করায় কুষ্টিয়ার মোস্তাফিজ আহমেদ ফিলিং স্টেশন ও ঝিনাইদহের কেটি ফিলিং স্টেশন পরিবহন অফিসকে জানিয়ে দিয়েছেন আজকের (৫ মার্চ) মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করা হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বিভাগকে কোন জ্বালানি ও লুব্রিকেন্টস সরবরাহ করবে না।